"যে জ্ঞান অর্জনের খোঁজে বের হয়, সে আল্লাহর পথে বের হয়।" - তিরমিযী

সত্য ও মানবতার পক্ষে অবিচল

মাসিক

নব জ্যোতি

The Monthly Novo Joti

Web: www.novojoti.com

পৃথিবীতে শান্তিস্থাপন হওয়ার পর সেখানে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না। (সূরা আল-আরাফ, আয়াত: ৫৬)

রেজি নং- ০৬/২০২৫, বর্ষ-২, সংখ্যা-১, অক্টোবর - ২০২৬ খ্রি., (১৬ আশ্বিন - ১৫ কার্তিক ১৪৩৩ বাংলা, (১৮ রবিউস সানি - ১৯ জুমাদাল উলা ১৪৪৮ হিজরী), পৃষ্ঠা-০৪, মূল্য-১০ টাকা।

কোম্পানীগঞ্জে বর্ণাঢ্য আয়োজনে যুবদলের ৪৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

বসুরহাটে হাজারো নেতাকর্মীর ঢল, স্থানীয় নির্বাচনে দলীয় প্রার্থীর পক্ষে কাজ করার আহ্বান এমপি ফখরুল ইসলামের



নব জ্যোতি রিপোর্ট ডেস্ক:

নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জে বর্ণাঢ্য আয়োজন, র‍্যালি ও আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদলের ৪৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করা হয়েছে। শনিবার (৩১ অক্টোবর) বিকেলে বসুরহাট এএইচসি উচ্চবিদ্যালয় মাঠে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন ও পৌরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে হাজারো নেতাকর্মী অংশ নেন।

দুপুর থেকেই বসুরহাট এএইচসি উচ্চবিদ্যালয় মাঠে নেতাকর্মীদের উপস্থিতিতে উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। যুবদল, ছাত্রদল ও স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতাকর্মীরা মিছিল নিয়ে মাঠে জড়ো হন।

এ সময় বিভিন্ন স্লোগানে মুখর হয়ে ওঠে পুরো এলাকা। ট্রাকের ওপর নির্মিত সুসজ্জিত মঞ্চে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক ফজলুল কবির ফয়সলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সঞ্চালনা করেন উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব জাহিদুর রহমান রাজন।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন নোয়াখালী-৫ আসনের সংসদ সদস্য অলহাজ্ব মোঃ ফখরুল ইসলাম।

বক্তব্যে তিনি বলেন, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দিকনির্দেশনা অনুযায়ী আগামী স্থানীয় সরকার নির্বাচনে দল যাকে মনোনয়ন দেবে, তার পক্ষে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। দলের সিদ্ধান্তের বাইরে গিয়ে কোনো বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা যাবে না।

তিনি আরও বলেন, "কোনো চাঁদাবাজ, ভূমিদস্যু কিংবা বালুখেকোকে ছাড় দেওয়া হবে না। বিগত ১৭ বছর আপনারা অনেক কষ্ট করেছেন। হামলা-মামলা, নির্যাতন ও নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও দলের নেতাকর্মীরা রাজপথে

(৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

কোম্পানীগঞ্জে ২৮ অক্টোবর পল্টন ট্রাজেডি দিবসে জামায়াতের বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

লগি-বৈঠা দিয়ে হত্যাকাণ্ডের বিচার ও শেখ হাসিনাসহ জড়িতদের শাস্তির দাবি



নব জ্যোতি রিপোর্ট ডেস্ক:

নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জে ২৮ অক্টোবর পল্টন ট্রাজেডি দিবস উপলক্ষে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী।

বুধবার (২৮ অক্টোবর) বিকেলে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা ও বসুরহাট পৌরসভা শাখার উদ্যোগে এ কর্মসূচি পালন করা হয়। ২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবর রাজধানীর পল্টনে লগি-বৈঠা

(৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

বসুরহাট পৌরসভার মেয়র পদে আবদুল্লাহ আল মামুনকে দেখতে চায় পৌরবাসী

নবরাজ্যোতি রিপোর্ট ডেস্ক:

একটি আধুনিক, বাসযোগ্য এবং নাগরিকবান্ধব পৌরসভা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে যোগ্য, সৎ ও দূরদর্শী নেতৃত্বের বিকল্প নেই। দীর্ঘদিনের জট বেঁধে থাকা নাগরিক সমস্যা, অপরিকল্পিত নগরায়ন এবং সেবামূলক কার্যক্রমে গতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে বসুরহাট পৌরসভার সাধারণ মানুষের দীর্ঘদিনের সুপ্ত বাসনা ও আকুল আকাঙ্ক্ষার বাস্তব প্রতিফলন ঘটিয়ে প্রস্তুত বসুরহাটবাসী।

আজ বসুরহাট পৌরবাসী এক বাক্যে সোচ্চার হয়ে উঠেছে। সকলের সর্বসম্মত চাওয়া-আসন্ন পৌর নির্বাচনে বসুরহাট পৌরসভার মেয়র পদে পৌরবাসী দেখতে চায় বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, সমাজসেবক ও বসুরহাট পৌরসভা বিএনপির সদস্য সচিব জনাব আবদুল্লাহ আল মামুনকে।



নেতৃত্বের গুণাবলী কেবল রাতারাতি তৈরি হয় না,এর পেছনে থাকে পারিবারিক মূল্যবোধ, সততা এবং জনসেবার দীর্ঘদিনের দীক্ষা। জনাব আবদুল্লাহ আল মামুন এমন এক পরিবার থেকে উঠে এসেছেন যার পরতে পরতে রয়েছে শিক্ষা, আদর্শ ও মানুষের প্রতি ভালোবাসার সুদীর্ঘ ইতিহাস।

তিনি বসুরহাট সরকারি এ এইচ সি উচ্চ বিদ্যালয়ের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, এলাকার সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব মরহুম আবদুল হালিম স্যারের সুযোগ্য সন্তান। পারিবারিক এই ঐতিহ্য তাঁকে শৈশব থেকেই শিখিয়েছে মানুষের সেবা করার

(২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

মানুষের খেদমতই লক্ষ্য, বসুরহাট পৌরসভার মেয়র প্রার্থী হতে চান হাকিম শহীদ উল্লাহ

চিকিৎসাসেবা ও সমাজকল্যাণে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা; মাদক, জুয়া, ইভটিজিং ও কিশোর গ্যাংমুক্ত পৌরসভা গড়ার প্রত্যয়

নবরাজ্যোতি রিপোর্ট ডেস্ক:

নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার বসুরহাট পৌরসভাকে একটি পরিচ্ছন্ন, মানবিক, নিরাপদ ও জনকল্যাণমুখী নগর হিসেবে গড়ে তোলার প্রত্যাশা নিয়ে মেয়র পদে প্রার্থী হতে চান বিশিষ্ট ইউনানী চিকিৎসক, ইউনান ল্যাবরেটরির স্বত্বাধিকারী ও প্রধান ব্যবস্থাপক অধ্যাপক হাকিম মোহাম্মদ শহীদ উল্লাহ।

দীর্ঘদিনের চিকিৎসাসেবা, সামাজিক কর্মকাণ্ড, সাংগঠনিক অভিজ্ঞতা ও জনসম্পৃক্ততাকে কাজে লাগিয়ে পৌরবাসীর পাশে দাঁড়াতে চান তিনি।বসুরহাট পৌরসভার ১নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা হাকিম শহীদ উল্লাহর চিকিৎসা ও মানবিক কর্মকাণ্ড নিয়ে স্থানীয় মানুষের মধ্যে সুপরিচিতি রয়েছে বলে জানা যায়।

তাঁর পিতা মরহুম মাওলানা হাকিম



ইলিয়াস (রহ.) ছিলেন একজন বিশিষ্ট চিকিৎসক। পিতার হাতে গড়ে ওঠা চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব গ্রহণ করে

(৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

জনগণের ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে চরপার্বতী ইউনিয়নকে পুনর্গঠনের অঙ্গীকার করেন মোঃ জামাল বাহারের



বিশেষ প্রতিনিধি:

সুদূর যুক্তরাষ্ট্রে অর্জিত সুশাসন ও আধুনিক ব্যবস্থাপনায় অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে ২নং চরপার্বতী ইউনিয়নকে একটি সুশাসিত, ডিজিটালাইজড এবং আধুনিক বাসযোগ্য মডেল এলাকা হিসেবে গড়ে তুলতে চান আমেরিকান প্রবাসী ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক মোঃ জামাল বাহার।

আসন্ন ২ নং চরপার্বতী ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী হিসেবে তিনি সরাসরি জনসেবায় যুক্ত হতে জনগণের কাছে সেবা করার সুযোগ চেয়েছেন।

জামাল বাহার জানান, তাঁর মূল লক্ষ্য চরপার্বতীর তরুণ সমাজের জন্য কর্মসংস্থান ও প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষার পথ সুগম করা। পাশাপাশি সুপেয় পানির টেকসই ব্যবস্থা, উন্নত যোগাযোগ অবকাঠামো, গ্রামীণ স্বাস্থ্যসেবার

(২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

অভিজ্ঞতা ও জনসম্পৃক্ততায় আলোচনায় চরপার্বতীর সাবেক চেয়ারম্যান নুরুল আমিন

চরপার্বতীতে নির্বাচনী সমীকরণে নতুন মাত্রা; চেয়ারম্যান পদে মনোনয়নপ্রত্যাশী নুরুল আমিনের প্রতিশ্রুতি-আধুনিক মডেল ইউনিয়ন গঠন, মাদক-জুয়া ও কিশোর গ্যাংমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা



নব জ্যোতি রিপোর্ট ডেস্ক:

নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার ২নং চরপার্বতী ইউনিয়ন পরিষদের আসন্ন নির্বাচনকে ঘিরে স্থানীয় রাজনীতিতে শুরু হয়েছে নানা আলোচনা ও হিসাব-নিকাশ। সম্ভাব্য চেয়ারম্যান প্রার্থীদের নিয়ে চায়ের দোকান, বাজার ও পাড়া-মহল্লায় চলছে কথাবার্তা। এই আলোচনায় উঠে আসছে সাবেক চেয়ারম্যান নুরুল আমিনের নাম। দীর্ঘ রাজনৈতিক পথচলা, জনপ্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতা এবং বিভিন্ন শিক্ষা, ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পৃক্ততার কারণে তাঁকে নিয়ে স্থানীয় রাজনৈতিক অঙ্গনে আলোচনা চলছে।

চরপার্বতী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদে মনোনয়নপ্রত্যাশী নুরুল আমিন একান্ত সাক্ষাৎকারে তাঁর রাজনৈতিক জীবন, জনপ্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন, সামাজিক কর্মকাণ্ড এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন। তাঁর বক্তব্য, মানুষের সুখ-দুঃখে পাশে থাকা এবং এলাকার উন্নয়নে কাজ করা তাঁদের পারিবারিক ঐতিহ্য। অতীতের মতো বর্তমানেও মানুষের পাশে রয়েছেন এবং ভবিষ্যতেও জনসেবামূলক কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখতে চান তিনি।

(২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

আসন্ন সিরাজপুর ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান প্রার্থী হিসেবে আলোচনায় মোহাম্মদনগরের আলহাজ্জ আব্দুস ছাত্তার

বিশেষ প্রতিনিধি:

নোয়াখালীর ঐতিহ্যবাহী কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার সিরাজপুর ইউনিয়ন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও অপার সম্ভাবনায় ভরা এক জনপদ। তবে কাঙ্ক্ষিত গ্রামীণ ও আধুনিক নাগরিক সুবিধার অভাবে এই অঞ্চলের সাধারণ মানুষ দীর্ঘদিন ধরে প্রকৃত উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত। অবহেলিত এই সিরাজপুরকে একটি স্বাবলম্বী, সুশাসিত ও আধুনিক মডেল ইউনিয়নে রূপান্তরের নতুন স্বপ্ন দেখাচ্ছেন স্থানীয় রাজনীতির পরিচ্ছন্ন ও দূরদর্শী ব্যক্তিত্ব আলহাজ্জ আব্দুস ছাত্তার।



১৯৭৯ সালে সিরাজপুর ইউনিয়নের ঐতিহাসিক মোহাম্মদনগর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত ও ধার্মিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। পিতা ওয়াজি উল্লাহ মিয়া এবং মাতা লিল আফরোজা বেগমের সুশিক্ষা, মানবিক মূল্যবোধ ও সততায় শিক্ষায় ছোটবেলা থেকেই তাঁর চরিত্র গড়ে ওঠে।

কৈশোর থেকেই অন্যায়-অসাম্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার থাকা এবং সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ানোর অদম্য ইচ্ছা তাঁকে অন্যদের চেয়ে আলাদা করে তোলে।

(৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

চরপার্বতীর চেয়ারম্যান পদে মনোনয়নপ্রত্যাশী "একরামুল হক মিলন"

সম্পাদকীয়

এক বছরের পথচলা, সত্য ও মানবতার পক্ষে অবিচল অঙ্গীকার



আলোচনায় চরপার্বতীর সাবেক চেয়ারম্যান"নুরুল আমিন"

৬নং রামপুরের ৭নং ওয়ার্ডকে আধুনিক ও মাদকমুক্ত করতে চান মাইন উদ্দিন

নজরুল ইসলাম জহির

চরপার্বতী ইউপিতে চেয়ারম্যান প্রার্থী হতে চান ফারুক আলম

জনগণের ভালোবাসায় সিক্ত

বসুরহাট পৌরসভার মেয়র পদে আবদুল্লাহ আল মামুনকে

চরহাজারীতে 'হাজারীবাসা মিনিবার ফুটবল প্রিমিয়ার লীগ



মাসিক 'নব জ্যোতি' পত্রিকা প্রথম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে পত্রিকাটির সম্পাদক, প্রকাশক, সাংবাদিক, সংবাদকর্মী ও সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

গণমাধ্যম সমাজের দর্পণ। সমাজের অসংগতি তুলে ধরা, অন্যায়ের প্রতিবাদ, জনসচেতনতা সৃষ্টি ও মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় গণমাধ্যমের ভূমিকা অপরিসীম।

আমি আশা করি, 'নব জ্যোতি' তার স্লোগান 'সত্য ও মানবতার পক্ষে অবিচল' ধারণ করে বস্তুনিষ্ঠ ও দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার মাধ্যমে সমাজের উন্নয়ন এবং মানুষের কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

পত্রিকাটির উত্তরোত্তর সাফল্য, সমৃদ্ধি ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

শুভেচ্ছান্তে,

মোঃ মোশাররফ হোসাইন
পৌরপ্রশাসক
বসুরহাট পৌরসভা
কোম্পানীগঞ্জ, নোয়াখালী।



সুন্দরের চর্চা ও সত্যের সন্ধানে প্রকাশিত 'মাসিক নব জ্যোতি'র প্রথম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে সম্পাদক, প্রকাশক, সাংবাদিক ও সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

সাহিত্য, সংস্কৃতি ও বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা সুস্থ সমাজ বিনির্মাণের অন্যতম হাতিয়ার। কোম্পানীগঞ্জের মাটি ও মানুষের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং সমাজের বাস্তব চিত্র তুলে ধরে নব জ্যোতি ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলে প্রত্যাশা করি।

সত্য, ন্যায় ও মানবতার অসপর্শ ধারণ করে অপসংস্কৃতি ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে পত্রিকাটির সাহসী পথচলা অব্যাহত থাকুক।

পত্রিকাটির উত্তরোত্তর সাফল্য ও সমৃদ্ধি কামনা করছি।

শুভেচ্ছান্তে,

ইমাম হোসেন সোহেল
বিএসএস (হ্যাক), এমএসএস (হ্যাককোর্স), রাষ্ট্রবিজ্ঞান
ফেনী সরকারি কলেজ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
মানবাধিকার কর্মী ও সমাজকর্মী
কোম্পানীগঞ্জ, নোয়াখালী।



সত্য ও মানবতার পক্ষে অবিচল মাসিক নব জ্যোতি পত্রিকার আলোকিত যাত্রা অব্যাহত থাকুক

মাসিক 'নব জ্যোতি'র প্রথম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে পত্রিকাটির সম্পাদক, প্রকাশক, সাংবাদিক, সংবাদকর্মী, পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

সংবাদপত্র সমাজের দর্পণ এবং গণতন্ত্রের অন্যতম শক্তিশালী মাধ্যম। সত্য, ন্যায় ও জনস্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে 'নব জ্যোতি' স্থানীয় সমস্যা, সম্ভাবনা ও উন্নয়নচিত্র তুলে ধরতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি আশাবাদী।

বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা, অন্যায়ের প্রতিবাদ এবং মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় পত্রিকাটি সাহসী ও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করুক—এটাই প্রত্যাশা।

প্রথম বর্ষপূর্তিতে পত্রিকাটির উত্তরোত্তর সাফল্য, সমৃদ্ধি ও দীর্ঘ পথচলা কামনা করছি।

আলহাজ্ব মোঃ ফখরুল ইসলাম
সংসদ সদস্য
নোয়াখালী-৫ (কোম্পানীগঞ্জ-অংশিবাহাট ও সদর আংশিক)
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ।

প্রার্থীর পক্ষে কাজ করার আহ্বান এমপি ফখরুল ইসলামের

(১ম পৃষ্ঠার পর) হিসেবে। বসতে জনগণের পাশে থাকতে হবে।"

যুবসমাজের সাংগঠনিক সেতুবন্ধ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "সামাজের সঙ্গে প্রতিটি কেন্দ্রে যুবসমাজের সেতুবন্ধ তৈরি পারবেন না। কোনো ধরনের সালিশ-বাণিজ্য করা যাবে না। যারা বিভিন্ন অপকর্মে জড়িত, তাদের আড়কে ছাড় দেওয়া হবে না। অপকর্মের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে সবাইকে সোচ্চার থাকতে হবে।"

এ সময় তিনি দলের নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ থেকে আগামী দিনের রাজনৈতিক কর্মসূচিতে সক্রিয় ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নোয়াখালী জেলা যুবদলের সাবাহক সম্পাদক নুরুল আমিন খান, কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক নুরুল আলম সিকদার, সদস্য সচিব মাহমুদুর রহমান রিপন, বসুরহাট পৌরসভা বিএনপির আহ্বায়ক আবদুল মতিন সিনন, সদস্য সচিব আবদুল্লাহ আল মামুন এবং বিএনপি নেতা শওকত হোসেন হাসীর।

যুবদল নেতাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বসুরহাট পৌরসভা যুবদলের আহ্বায়ক এবাদুল হক রাজন, সদস্য সচিব ও ক্যাডিলার মাস্তহারুল হক তৌহিদ এবং কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক শাহাবুদ্দিন হাজারা কোহার।

এ ছাড়া বিভিন্ন ইউনিয়ন ও পৌরসভার ওয়ার্ড যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল ও ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা অনুষ্ঠানে অংশ নেন।

বক্তারা বলেন, বিএনপি অতীতেও জনগণের পাশে ছিল, এখনো আছে এবং ভবিষ্যতেও জনগণের পাশে থাকবে। যুবদল বিএনপির অন্যতম শক্তিশালী সহযোগী সংগঠন। দেশের তরুণ সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করে গণতন্ত্র, শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও সামাজিক উন্নয়নে যুবসমাজকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

তারা আরও বলেন, যুবসমাজ দেশের ভবিষ্যৎ। তরুণদের নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে দেশের সার্বিক উন্নয়নে সম্পৃক্ত করাই যুবদলের অন্যতম লক্ষ্য। ভবিষ্যতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, শিক্ষার প্রসার, সামাজিক সেবামূলক কার্যক্রম এবং গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলনে যুবদল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন বক্তারা।

আলোচনা সভা শেষে বিকেল পাঁচিয়ে সন্ধ্যার একটি র‍্যালা বাহি বসুরহাট বাজারের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে উপজেলা বিএনপি কার্যালয়ের সামনে এসে শেষ হয়।

হাজারো নেতাকর্মীর উপস্থিতি, উৎসবমুখর পরিবেশ ও স্লোগানে পুরো বসুরহাট পৌরসভা প্রাণচঞ্চল হয়ে ওঠে। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর এ আয়োজনের মধ্য দিয়ে কোম্পানীগঞ্জে যুবদলের নেতাকর্মীরা নতুন উদ্দীপনায় সাংগঠনিক কার্যক্রম এগিয়ে নেওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

কোম্পানীগঞ্জে ২৮ অক্টোবর পল্টন ট্রাজেডি দিবসে বিক্ষোভ

(১ম পৃষ্ঠার পর) নিয়ে সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ এবং ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের বিচারের দাবিতে এ বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশের আয়োজন করা হয়।

বিকেলে কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা জামে মসজিদ প্রাঙ্গণ থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি শুরু হয়। মিছিলটি উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে আরটি শপিং মলের সামনে এসে শেষ হয়। পরে সেখানে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন নোয়াখালী জেলা জামায়াতের ইসলামীর ভরা সদস্য ও নোয়াখালী-৫ আসনে জামায়াতে ইসলামী মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী বেলায়েত হোসেন।

এ সময় বক্তব্য দেন কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা জামায়াতের ইসলামীর সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান, বসুরহাট পৌরসভা জামায়াতের ইসলামীর আমির মোশাররফ হোসেন এবং চরপার্বতী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন জামায়াতের ইসলামীর আমির কাজী মো. হানিফ আনসারী।

এ ছাড়া জামায়াতের ইসলামীর বিভিন্ন ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, ২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবর রাজধানীর পল্টনে লগি-বৈঠা নিয়ে প্রকাশ্যে মানুষ হত্যা করা হয়েছিল। ওই ঘটনার সুষ্ঠু বিচার এখনো নিশ্চিত হয়নি। বাংলার মাটিতে এ হত্যাকাণ্ডের বিচার করতে হবে। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের বিচারের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।

বক্তারা আরও বলেন, পল্টন হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় নারের করা মামলাগুলো পুনরায় চালু করে সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে অপরাধীদের বিচারের মুখোমুখি করতে হবে। শেখ হাসিনাসহ হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত বলে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান তাঁরা।

তাঁরা বলেন, জামায়াতে ইসলামীকে ছোট দল হিসেবে বিবেচনা করার সুযোগ নেই। জনগণের অধিকার ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে দলটি ঐক্যবদ্ধ রয়েছে। দেশে ফ্যাসিবাদী রাজনীতির কোনো স্থান হতে পারে না। অতীতে মানুষকে নির্বাকন-নির্যাতন ও বাক্সবন্দীদের করা হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন বক্তারা।

বক্তারা আরও বলেন, "হাসিনা আর ফিরে আসবে না। তাঁর রাজনীতির পরিসমাপ্তি ঘটেছে।" তাঁরা দেশে গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার ও জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

সমাবেশে বক্তারা ২৮ অক্টোবরের ঘটনাকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি বিরাজক অধ্যায় হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে সুষ্ঠু বিচার নিশ্চিত করা জরুরি।

পল্টন ট্রাজেডির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট:

২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবর বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি কলঙ্কিত ও আলোচিত দিন। তৎকালীন চারদলীয় জোট সরকারের মেয়াদ শেষে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক উত্তেজনা সৃষ্টি হয়।

তৎকালীন প্রধান বিচারপতি কে এম হাসানের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে বিরোধী দল তাঁর নিয়োগের বিরোধিতা করে।ওই দিন রাজধানীর বায়তুল মোকাররম ও পল্টন এলাকায় আওয়ামী লীগ ও জামায়াতে ইসলামীর পাল্টাপাল্টি সমাবেশকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে।

সংঘর্ষে লগি-বৈঠাসহ বিভিন্ন দেশীয় অস্ত্রের ব্যবহার এবং প্রাণহানির ঘটনা ঘটে। এ ঘটনা দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে আরও অস্থিতিশীল করে তোলে।পরবর্তী সময়ে ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি দেশে জরুরি অবস্থা জারি হয় এবং সেনা-সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করে। ২৮ অক্টোবরের ঘটনাকে দেশের রাজনৈতিক সংকটের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

কোম্পানীগঞ্জে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশে পল্টন ট্রাজেডি দিবস উপলক্ষে প্রতিবাদ জানিয়ে হত্যাকাণ্ডের বিচার ও জড়িতদের শাস্তির দাবি জানান জামায়াতে ইসলামীর নেতাকর্মীরা।

জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার

(শেষ পৃষ্ঠার পর) জরুরি প্রয়োজনে প্রশাসন ও পুলিশের সহযোগিতা নেওয়ার পরামর্শ দেন। একই সঙ্গে কোনো ধরনের গুজব বা অপপ্রচারে বিভ্রান্ত না হয়ে পারস্পরিক সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য সর্বস্তরের মানুষের প্রতি বিনীত অনুরোধ জানান।

এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. মাসুদুর রহমান, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সৈয়দ শাহনেওয়াজ মোশেদ অপু, কোম্পানীগঞ্জ থানার কর্মকর্তা রাসিবুর রহমান, এসআরবি-১১ সহ প্রশাসনিক বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ, পূজা উদযাপন কমিটির প্রতিনিধি, স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ।

আলহাজ্জ আব্দুস ছাত্তার

(১ম পৃষ্ঠার পর)

১৯৯০ সালে ছাত্রজীবনীতিক মাধ্যমে রাজনীতির অঙ্গিনায় পা রেখে তিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে তরুণ সমাজের প্রবল প্রেরণা হয়ে ওঠেন। বিদ্যালয় পর্যায়ে ছাত্রদলের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করে নিজের দক্ষ সংগঠক গুণের প্রমাণ দেন তিনি।

পরবর্তীতে সিরাজপুর ইউনিয়ন ছাত্রদলের যুগ্মআহ্বায়ক এবং কোম্পানীগঞ্জ সরকারি কলেজ শাখা ছাত্রদলের সভাপতি হিসেবে শত শত তরুণকে গণতান্ত্রিক চেতনায় ঐক্যবদ্ধ করেন।

স্বাধীন জনসেবা ও স্বচ্ছতার অঙ্গনে তিনি স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের অত্যন্ত আস্থার প্রতীক।

বর্তমানে তিনি সিরাজপুর ইউনিয়ন বিএনপির দক্ষ কোষাধ্যক্ষ এবং কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা বিএনপির অন্যতম জ্যেষ্ঠ সদস্য হিসেবে রাজপথে নির্ভেদিকভাবে দায়িত্ব পালন করছেন।

রাজনীতিকে কেবল ক্ষমতার সিড়ি না ভেবে সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করেছেন আব্দুস ছাত্তার। ব্যবসাক্ষেত্রেও তিনি সুনাম অর্জন করেছেন অনন্য দৃষ্টান্ত।

তাঁর মালিকানাধীন 'আলহেরা ঠিক ডিল' আজ স্থানীয় অর্থনীতির অন্যতম ভরিবাশক্তি। এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শত শত রাজীবী মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে তিনি একজন সফল ব্যবসায়ী ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছেন।

আসন্ন ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এবন সিরাজপুরের প্রতিটি অলিতে-গলিতে বইছে সরকারির হাওয়া। তরুণ, প্রবীণ ও সর্বস্তরের সাধারণ মানুষের অকুণ্ঠ সমর্থন ও ভেলে নাবির মুখে তিনি চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

সিরাজপুরকে নিয়ে ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কে আলহাজ্ব আব্দুস ছাত্তার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে বলেন, "আমি জনপ্রতিনিধি হয়ে ক্ষমতার প্রভাব দেখাতে চাই না; বরং সিরাজপুরের প্রতিটি মানুষের সুখ-দুঃখে নিয়মিত সেবা দিতে চাই।

আমাদের প্রধান লক্ষ্য হবে একটি দুর্নীতিমুক্ত, মাদকমুক্ত, হয়রানিমুক্ত ও প্রযুক্তিনির্ভর আধুনিক সিরাজপুর গড়ে তোলা, যেখানে কৃষক, শ্রমিক, ব্যবসায়ীসহ সকল নাগরিক তাঁদের ন্যায্য অধিকার লাভ করবেন।"

রাজনীতি, ব্যবসা ও জনসেবায় সফলতার স্বাক্ষর রাখা এই ব্যক্তিত্বকে ঘিরে সিরাজপুরের তরুণ প্রজন্ম দেখছে নতুন দিনের স্বপ্ন। অবহেলার অন্ধকার ঘুচিয়ে এক সমৃদ্ধ সিরাজপুর বিনির্মাণে আলহাজ্ব আব্দুস ছাত্তারই এখন সর্বস্তরের জনতার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ভরসাস্থল।

বসুরহাট পৌরসভার মেয়র প্রার্থী হতে চান হাকিম শহীদ উল্লাহ

(১ম পৃষ্ঠার পর) দীর্ঘদিন ধরে তিনি ইউনানী চিকিৎসা ও ওষুধ প্রস্তুতকরণ কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন।

১৯৫৫ সালে নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার অন্তর্গত আলীপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন অধ্যাপক হাকিম মোহাম্মদ শহীদ উল্লাহ। তাঁর পিতা মরহুম মাওলানা হাকিম ইদ্রিসুল (রহ.) মৃত্যুকালে চার ছেলে ও পাঁচ মেয়ে রেখে যান।

তাঁদের মধ্যে শহীদ উল্লাহ পারিবারিক চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব গ্রহণ করে পিতার প্রতিষ্ঠিত সেবাধারাকে এগিয়ে নেওয়ার উদ্যোগ নেন।

তিনি হাসপুর তিকিয়া কলেজ ও ফেনী তিকিয়া কলেজে অধ্যয়ন শেষে ইউনানী চিকিৎসায় ডিপ্লোমা অর্জন করেন। পরবর্তী সময়ে চিকিৎসাসেবা, ওষুধ প্রস্তুতকরণ এবং উদ্ভিদভিত্তিক গবেষণার সঙ্গে যুক্ত হন। বর্তমানে তিনি ইউনান ল্যাবরেটরির স্বত্বাধিকারী ও প্রধান ব্যবস্থাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

তিনি চিকিৎসাপেশার পাশাপাশি সেবার উদ্দেশ্যে ডাক্তার,অন্টেপিয়া, সৌদি আরব গমন করেন।

চিকিৎসাসেবার পাশাপাশি তিনি একজন সামাজিক ব্যক্তিত্ব হিসেবেও পরিচিত। তাঁর কর্মজীবনে শ্রেণীপেশার সেবা, প্রতিষ্ঠান পরিচালনা, সামাজিক সংগঠনের দায়িত্ব পালন এবং স্থানীয় জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড বিশেষ স্থান লক্ষ করে আছে।

তাঁর পরিবার ও প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘদিনের পরিচিতিকে তিনি জনসেবার কাজে আরও বিস্তৃত করতে চান।

হাকিম শহীদ উল্লাহর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ১৯৮৯ সালে কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা থেকে তিনি 'সেবা ও উজ্জ্বল দৃষ্টার স্থাপন' শীর্ষক শ্রেষ্ঠ যুবক পদক অর্জন করেন। এ ছাড়া বিভিন্ন সময়ে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে সম্মাননা স্মারক ও পদক পেয়েছেন বলে জানান তিনি।

চিকিৎসা ও ওষুধ প্রস্তুতকরণ কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার পাশাপাশি তিনি ইউনানী চিকিৎসা বিষয়ক বিভিন্ন সাংগঠনের সদিত্বেও রয়েছেন।

তাঁর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, তিনি ইউনান চিকিৎসা ম্যানেজিং কমিটির সদস্য এবং ইউনানী মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য। এসব সাংগঠনিক সম্পৃক্ততা তাঁর পেশাগত ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের অংশ।

সামাজিক উন্নয়ন ও জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে হাকিম শহীদ উল্লাহর সম্পৃক্ততা দীর্ঘদিনের।

তিনি অধুনালুপ্ত রামনি-রাজাপুর দুস্থ কল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দীর্ঘ সাত বছর দায়িত্ব পালন করেন।তাঁর তথ্য অনুযায়ী, ওই সময়ে সংগঠনটি বরাদ্দের গম সুবিধাভোগীদের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে বিতরণের দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। প্রতি মাসে ৫৯ টন গম বিতরণ কার্যক্রমের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন বলেও জানান।এ ছাড়া তিনি উদয়ন স্পোর্টিং ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে প্রায় ১০ বছর দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে আম্বিয়া ফোরকানিয়া মাদরাসার সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। প্রতিষ্ঠানটির অবকাঠামোগত উন্নয়নে তখন নির্মাণের পরিকল্পনাও রয়েছে বলে জানা গেছে।ধর্মীয় ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবে তিনি হাকিম ইদ্রিসাল আলী (রহ.) ফাউন্ডেশন সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন। এসব কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ তৈরি হয়েছে বলে সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে পারে।বসুরহাট পৌরসভার ইতিহাসের সবেও হাকিম শহীদ উল্লাহর সম্পৃক্ততার কথা উঠে এসেছে। তাঁর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ১৯৮৯ সালে তৎকালীন এরশাদ সরকারের সময়ে বসুরহাটকে পৌরসভায় অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগে তিনি সহযোগিতা করেন। এ ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন একজন যুগ্ম সচিব এবং মরহুম ব্যারিস্টার মঈনুল আখবরের সহযোগিতার কথাও উল্লেখ করেন তিনি।তাঁর ভাষ্য অনুযায়ী, সে সময় ২৩৩টি পৌরসভা-সংক্রান্ত সরকারি উদ্যোগের প্রেক্ষাপটে, বসুরহাটকে পৌরসভায় অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি তার সম্পৃক্ততায় এগিয়ে নিতে সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে যোগাযোগ ও উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন তিনি।১৯৯০ সালে তিনি বসুরহাট পৌরসভার কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর সহযোগিতা স্মরণে নায়রও পৌরসভার কার্যালিপরা ও পাবেলা মেয়র হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন বলে তিনি জানান।ফলে পরিবারটির জনপ্রতিনিধিত্ব ও স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ততার অভিজ্ঞতাও রয়েছে।ব্যক্তিজীবনে হাকিম শহীদ উল্লাহ এক ছেলে ও দুই মেয়ের জনক। তাঁর ভাষ্য অনুযায়ী, সন্তানদের উচ্চশিক্ষা অর্জন করে দেশ-বিদেশে অবস্থান করছেন এবং নিজ নিজ ক্ষেত্রে সুনাম অর্জনের চেষ্টা করছেন।

তাঁদের মধ্যে একজন মেয়ে একমিথিএস চিকিৎসক এবং অন্যেরজন চিকিৎসাসংশ্লিষ্ট বিএমএকে ডিগ্রি অর্জনের পর আয়ারল্যান্ডে ডিএসসি কোর্সে অধ্যয়ন করছেন বলে তিনি জানান।পরিবারের শিক্ষা ও পেশাগত অগ্রগতিকে তিনি নিজের জীবনের একটি বড় প্রাপ্তি হিসেবে দেখেন। দীর্ঘ কর্মজীবনের অভিজ্ঞতা ও পারিবারিক পরিমণ্ডল থেকে পাওয়া মূল্যবোধকে জনসেবার কাজে লাগাতে চান তিনি।

আসন্ন বসুরহাট পৌরসভা নির্বাচনে মেয়র পদে প্রার্থী হওয়ার প্রত্যাশা সম্পর্কে হাকিম শহীদ উল্লাহ বলেন, "আমার বয়স ৭১ বছর। আমার সেভয়ার কিছু নেই। আমি মানুষকে দিতে চাই, জনগণের খেদমত করতে চাই। মানুষের পাশে থাকতে চাই।"তিনি মনে করেন, পৌরসভার উন্নয়ন শুধু রাস্তাঘাট, ড্রেন ও অবকাঠামো নির্মাণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয়;নাগরিকদের নিরাপত্তা, সামাজিক শৃঙ্খলা, পরিচ্ছন্ন পরিবেশ এবং তরুণ প্রজন্মের সুষ্ঠু বিকাশও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

তাঁর মতে, জনপ্রতিনিধির সফিত্ব হলো নাগরিকদের কথা শোনা, সমস্যার সমাধানে উদ্যোগ নেওয়া এবং সেবামূলক প্রতিষ্ঠানগুলোকে আরও কার্যকর করা।

নিজের সম্পর্কে নির্বাচনী অগ্রাহিকার তুলে ধরে তিনি বলেন, বসুরহাট পৌরসভা থেকে শালিশ-বাণিজ্য, ইভটিজিং, যুদ্ধা, কিশোর গ্যাং ও মাদকের বিস্তার দূর করতে কাজ করতে চান।এ জন্য সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি, অভিভাবকদের সম্পৃক্ততা,শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানভিত্তিক উদ্যোগ এবং অইনশৃঙ্খলা রক্ষাবাহী বাহিনীর সঙ্গে সমন্বয়ের ওপর গুরুত্ব দিতে চান তিনি।তাঁর মতে, তরুণদের খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ও গঠনমূলক সামাজিক কাজে সম্পৃক্ত করা গেলে অপরাধপ্রবণতা অনেকে সহায়ক পরিবেশ তৈরি হতে পারে। একই সঙ্গে পৌরসভার নাগরিক সেবায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও প্রশাসনিক সমন্বয় নিশ্চিত করা প্রয়োজন।বসুরহাট পৌরসভার মেয়র পদে প্রার্থী হওয়ার প্রত্যাশা নিয়ে হাকিম শহীদ উল্লাহ এখন মানুষের সেবা করার নতুন সুযোগের অপেক্ষায় রয়েছেন। চিকিৎসাসেবা, সাংগঠনিক সংগঠন পরিচালনা এবং জনপ্রতিনিধিত্বের অতীত অভিজ্ঞতাকে তিনি ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার ভিত্তি হিসেবে দেখছেন।তবে নির্বাচনী অঙ্গীকারের বাস্তবায়ন নির্ভর করবে সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা, আর্থিক সক্ষমতা, প্রশাসনিক সমন্বয় এবং নাগরিকের অংশগ্রহণের ওপর। শেষ পর্যন্ত ভোটারদের প্রত্যাশা পূরণে তাঁর অভিজ্ঞতা কতটা কার্যকর ভূমিকা রাখবে, তা নির্ভরিত হবে তাঁর পরিকল্পনা, কাজের স্বচ্ছতা এবং জনসম্পৃক্ততার মধ্য দিয়েই।

কোম্পানীগঞ্জে দুর্গাপূজার মণ্ডপ পরিদর্শনে জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার

নবজ্যোতি রিপোর্ট ডেস্ক:



কোম্পানীগঞ্জ (নোয়াখালী) শারদীয় দুর্গাপূজা শান্তিপূর্ণ, নিরাপদ ও উৎসবমুখর পরিবেশে উদযাপন নিশ্চিত করতে নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জের বিভিন্ন পূজামণ্ডপ পরিদর্শন করেছেন জেলা প্রশাসক মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম ও পুলিশ সুপার এন এম নাসিরুদ্দিন।

পরিদর্শনের সময় তাঁরা মণ্ডপগুলোর সার্বিক নিরাপত্তাব্যবস্থা ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেন। পূজামণ্ডপ পরিদর্শনের সময় জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার স্থানীয় পূজা উদযাপন কমিটির নেতৃবৃন্দ, নিয়োজিত স্বেচ্ছাসেবক এবং পুণ্যার্থীদের সাথে শুভেচ্ছা ও কুশল বিনিময় করেন।

একই সাথে দুর্গাপূজা সার্বিকভাবে উৎসবমুখর করতে সংশ্লিষ্ট সবাইকে সর্বোচ্চ সতর্কতা ও গুরুত্বপূর্ণ সমন্বয়ের মাধ্যমে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান। পরিদর্শনকালে নিরাপত্তা ও সার্বিক শৃঙ্খলার সুবিধার্থে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়, প্রতিটি মণ্ডপে সিসিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে সার্বক্ষণিক নজরদারি নিশ্চিত করা, দর্শনার্থীদের সুশৃঙ্খল চলাচল নিশ্চিত করা এবং আশপাশের এলাকায় যানজট নিরসনে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া।

অগ্নিকাণ্ডসহ যেকোনো জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় পূর্বপ্রস্তুতি রাখা এবং ফায়ার সার্ভিস দলের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ বজায় রাখা। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির বিষয়ে পুলিশ সুপার এন এম নাসিরুদ্দিন আশ্বস্ত করে বলেন, পূজা শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদ করতে যেকোনো পুলিশ সর্বদা সতর্ক ও তৎপর রয়েছে। জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার উভয়ই যেকোনো

(৩য় পৃষ্ঠার শেষাংশ)

চরপার্বতী ইউপি নির্বাচনে চেয়ারম্যান প্রার্থী হতে চান ফারুক আলম

সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি ও মাদকমুক্ত ইউনিয়ন গড়ার অঙ্গীকার



নবজ্যোতি রিপোর্ট ডেস্ক:

নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার ২ নং চরপার্বতী ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনকে ঘিরে স্থানীয় রাজনীতিতে শুরু হয়েছে নানা আলোড়ন। (২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

প্রতিবন্ধীদের মাঝে 'আশার আলো কল্যাণ সংস্থা'র খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

নব জ্যোতি রিপোর্ট ডেস্ক :



সমাজসেবামূলক সামাজিক সংগঠন 'আশার আলো কল্যাণ সংস্থা' (রেজিঃ নং- চ০৯/১৩ নোয়া, এনজিও ব্যুরো রেজিঃ নং- ৩০৭১/২০১৭)-এর উদ্যোগে সুবিধাবঞ্চিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। শনিবার ১৭ অক্টোবর ২০২৬ বিকেলে আয়োজিত এ মানবিক কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) মোঃ মাসুদুর রহমান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সমাজসেবা অফিসার (অতিরিক্ত দায়িত্ব) খোরশেদ উদ্দিন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের চেয়ারম্যান জসিম উদ্দিন এবং সার্বিক পরিচালনা করেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মোঃ হফিক উল্যাহ।

এ সময় সংস্থার অন্যান্য কার্যকরী কর্মকর্তাদের মধ্যে কোষাধ্যক্ষ প্রকৌশলী সোহাগ, পরিচালক জাফর ইমাম কমল, আতাউর হোসেন শাওন, মেজবাহ উদ্দিন চৌধুরী সৈকত ও আহসান উল্লাহ মানিকসহ সংস্থার অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ মাসুদুর রহমান বলেন, "সমাজে থেকে পিছিয়ে পড়া ও সুবিধাবঞ্চিত প্রতিবন্ধী মানুষদের পাশে দাঁড়ানো আমাদের সবার নৈতিক ও মানবিক দায়িত্ব। সরকারের পাশাপাশি সামাজিক ও এনজিও সংগঠনগুলো এমন মহতী উদ্যোগ প্রশংসনীয়।" সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, চাপরাশিয়াট, কবিরহাট, নোয়াখালীর রেজিস্ট্রার কার্যালয় ও বসুরহাটের হাজী শফী মানবসদন প্রকল্প কার্যালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন এলাকার অসহায় প্রতিবন্ধীদের সহায়তায় এ ধরনের জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম অব্যাহতভাবে অব্যাহত থাকবে। উক্ত খাদ্য সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে স্থানীয় সামাজিক, রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ এবং সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

চরহাজারীতে 'হাজারীবাসা মিনিবার ফুটবল প্রিমিয়ার লীগ-২০২৬'-এর জমকালো গ্র্যান্ড ফাইনাল অনুষ্ঠিত

চরহাজারী প্রতিনিধি:



নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার ৬নং চরহাজারী ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডে উৎসবমুখর পরিবেশে ও বিপুলসংখ্যক ক্রীড়ামোদী দর্শকের উপস্থিতিতে 'হাজারীবাসা মিনিবার ফুটবল প্রিমিয়ার লীগ-২০২৬'-এর গ্র্যান্ড ফাইনাল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার (২৩ অক্টোবর) বিকেল ৩টায় ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের কি.মি.টি.সি. টেকনিক্যাল স্কুল মাঠে টুর্নামেন্টের চূড়ান্ত খেলা শুরু হয়। খেলাকে কেন্দ্র করে মাঠজুড়ে দর্শকদের আনন্দ-উচ্ছ্বাস, করতালি ও উল্লাসে এক প্রাণবন্ত পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

ফাইনালে মুখোমুখি হয় হাজারীবাসা ব্যানন ও হাজারীবাসা কিলে ইলেভেন। প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ এ লড়াই শেষে হাজারীবাসা ব্যানন চ্যাম্পিয়ন এবং হাজারীবাসা কিলে ইলেভেন রানার্সআপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ৬নং চরহাজারী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী শেখ ফরিদ বুলবুল। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়নের ৯নংওয়ার্ডের ইউপি সদস্য পদপ্রার্থী ইমাম হাসান স্বপন, চরহাজারী ২নং ওয়ার্ড বিএনপির সাবেক সভাপতি সম্পাদক আবুল কাশেম এবং ১নংওয়ার্ডের ইউপি সদস্য পদপ্রার্থী ইমাম হোসেন সোহেল।

পুরো অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত ও সাফল্যজনকভাবে পরিচালনা ও সঞ্চালনা করেন মাহফুজ হোসেন রিফাত। প্রধান অতিথির বক্তব্যে শেখ ফরিদ বুলবুল বলেন, "যুবসমাজকে মাদক ও অপসংস্কৃতি থেকে দূরে রাখতে খেলাধুলার কোনো বিকল্প নেই। নিয়মিত এ ধরনের টুর্নামেন্ট আয়োজন স্থানীয় তরুণদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এ ধরনের ইতিবাচক উদ্যোগকে এগিয়ে নিতে

(৩য় পৃষ্ঠার শেষাংশ)

চরপার্বতীতে আল ফালাহ্ ফরায়েজিয়া মাদ্রাসার নতুন ভবনের নির্মাণকাজ উদ্বোধন

সৌদি প্রবাসী জসিম উদ্দিনের সহযোগিতায় প্রায় ৮০ লাখ টাকা ব্যয়ে নির্মিত হবে তিনতলা ভবন

নবজ্যোতি রিপোর্ট ডেস্ক:



নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার ২নং চরপার্বতী ইউনিয়নের আল ফালাহ্ ফরায়েজিয়া সাদিল মাদ্রাসার নতুন তিনতলা ভবনের নির্মাণকাজের শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে।

সোমবার (২৬ অক্টোবর) সকাল ১০টায় মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে মাটি কেটে নির্মাণকাজের উদ্বোধন করা হয়। এ সময় শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

মাদ্রাসার কার্যকরী কমিটির সভাপতি সিরাজুল ইসলাম মানিকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ২নং চরপার্বতী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আজী মোহাম্মদ হাসিম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য আব্দুল্লাহ আল মামুন। এ ছাড়া মাদ্রাসার সুপারিনটেনডেন্ট মাওলানা নূর মুহাম্মদসহ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন মাদ্রাসার সাধারণ হাজী মো. মাহবুবুল হক,হাজী হারুন উর রশিদ বুলবু, ওরি আবুল হোসেন সিরাজী, বিএনপি নেতা সাইফুল ইসলাম, সমাজসেবক নুরুজ্জামান, পল্লিচিকিৎসক সাইফুল ইসলাম, শাহ উদ্দিন, মাওলানা আবুছুর, আবুল বশার, জসিম হোসেন ও মমিন উল্লাহসহ এলাকার বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ।

মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গেছে, ৭নং মোহন আলী অবিবাহ বাড়ির মরহুম পেয়ার আলীর সৌদি আরবপ্রবাসী ছেলে জসিম উদ্দিনের সহযোগিতায় একতলা বাণিজ্যিক সৌদি মার্কেটের ওপরে নতুন তলবিহীন নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে প্রায় ১০০ ফুট দৈর্ঘ্য ও ৬২ ফুট প্রস্থের তিনতলা ভবনটি নির্মাণে আনুমানিক ৮০ লাখ টাকা ব্যয় ধরা হয়েছে।

মাদ্রাসার সুপারিনটেনডেন্ট মাওলানা নূর মুহাম্মদ বলেন, নতুন ভবন নির্মিত হলে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা অবকাঠামো পরিবেশের অনেক উন্নত পরিবেশ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। এ মহতী উদ্যোগে সহযোগিতার জন্য তিনি প্রবাসী জসিম উদ্দিন ও সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তাঁদের এ উদ্যোগকে এলাকার মানুষও সাধুবাদ জানিয়েছেন।

সভাপতির বক্তব্যে সিরাজুল ইসলাম মানিক বলেন, তাঁর পিতার ইচ্ছা এবং বড় ভাই আবদুল মান্নানের আর্থিক সহযোগিতায় দীর্ঘ দীর্ঘ প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠেছে। এলাকাবাসীর সর্বাঙ্গীন সহযোগিতায় মাদ্রাসাটি আজকের অবস্থানে পৌঁছেছে। সর্বস্তরে সৌদি অবস্থানরত জসিম উদ্দিনের সহযোগিতায় নতুন ভবন নির্মাণের উদ্যোগ প্রতিষ্ঠানটির অগ্রযাত্রায় নতুন সম্ভাবনার সৃষ্টি করেছে।

এ জন্য তিনি জসিম উদ্দিন ও তাঁর পরিবারের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানান। অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, শিক্ষার প্রসার ও নবীয় শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নে সমাজের সকলের ব্যক্তি ও প্রবাসীদের এগিয়ে আসা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। বিশেষ করে প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের জন্য উন্নত শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করতে অবকাঠামোগত উন্নয়ন জরুরি। এ বছরের আর্থিক উদ্যোগে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেওয়ার পাশাপাশি সমাজের সামগ্রিক উন্নয়নেও ইতিবাচক ভূমিকা রাখে। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র আল-কোরআন তেলাওয়াত করেন মাওলানা আলেয়ার হোসেন। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন মাদ্রাসার শিক্ষক দেলোয়ার। শেষে মাদ্রাসার সার্বিক উন্নতি, কাজা ও তাঁদের পরিবারের কল্যাণ এবং দেশ ও জাতির মঙ্গল কামনায় বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। পরে উপস্থিত অতিথিদের আপ্যায়ন করা হয়।

স্থানীয়দের প্রত্যাশা, নতুন ভবন নির্মিত হলে মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের পাঠদানের পরিবেশ আরও উন্নত হবে। পাশাপাশি চরপার্বতী ইউনিয়নে শিক্ষার প্রসারে আল ফালাহ্ ফরায়েজিয়া সাদিল মাদ্রাসা আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারবে।

চরকাকিরা ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে মনোনয়ন প্রত্যাশী নজরুল ইসলাম জহির

দুঃসময়ের পরীক্ষিত নেতা নজরুল ইসলাম জহিরকে ঘিরে নতুন স্বপ্নের বুনেছেন চরকাকিরাবাসী, মাদক মুক্ত ও আধুনিক ইউনিয়ন গড়ার প্রতিশ্রুতি



বিশেষ প্রতিনিধি:

আসন্ন ৫ নং চরকাকিরা ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনকে ঘিরে ধইয়ে নির্বাচনি হাওয়া। এই নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর মনীয় মনোনয়ন প্রত্যাশী ও চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী হিসেবে আলোচনায় এসেছেন তৃণমূলের রাজনৈতিক কাঁপানো নেতা নজরুল ইসলাম জহির।

ইউনিয়নবাসীর নিরাপত্তা, মাদক ও কিশোর গ্যাং মুক্ত সমাজ গঠন এবং একটি আধুনিক চরকাকিরা ইউনিয়ন উপহার দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে তিনি ভোরবেলা নির্বাচনি প্রচারণা শুরু করেছেন। নজরুল ইসলাম জহির আশা প্রকাশ করে বলেন, দল ও স্থানীয় সংসদ সদস্য (এমপি) সাহেব যদি তাকে দোয়া মনে করে মনোনয়ন প্রদান করেন, তবে তিনি সর্বোচ্চ প্রস্তুতি নিয়ে নির্বাচনের মহদানে থাকবেন।

চেয়ারম্যান নির্বাচিত হলে চরকাকিরা ইউনিয়নের প্রতিটি মানুষের জানমালের নিরাপত্তার সুব্যবস্থা করাই হবে তার প্রধান অগ্রাধিকার। বিগত শাসনামলে সংসদ জন্য নিজের ভাগের চিনি তুলে ধরে তিনি ভোক্ত ও

(২য় পৃষ্ঠার শেষাংশ)

দীর্ঘ রাজনৈতিক পথচলায় চরপার্বতীর চেয়ারম্যান পদে মনোনয়নপ্রত্যাশী "একরামুল হক মিলন"

রাজনীতি, জনসেবা ও সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে তিন দশকের অভিজ্ঞতা; মাদক, জুয়া ও কিশোর গ্যাংমুক্ত আধুনিক চরপার্বতী গড়ার প্রত্যয়

নব জ্যোতি নিউজ ডেস্ক:



নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার ২নং চরপার্বতী ইউনিয়নের রাজনীতিতে দীর্ঘদিন ধরে সক্রিয় একরামুল হক মিলন। ছাত্রলীগ থেকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হয়ে প্রায় তিন দশকের পথচলায় স্থানীয় সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন, রাজনৈতিক প্রতিকূলতা মোকাবিলা এবং জনপ্রতিনিধি হিসেবে এলাকার মানুষের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন তিনি।

বর্তমানে তিনি আসন্ন ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশী। চরপার্বতী ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ড থেকে তিনবার ইউপি সদস্য নির্বাচিত হওয়া একরামুল হক মিলন স্থানীয় রাজনীতির পাশাপাশি সামাজিক কর্মকাণ্ডেও সক্রিয়। তাঁর ভাষ্য, দলীয় রাজনীতির পাশাপাশি মানুষের সুখে-দুঃখে পাশে থাকা এবং এলাকার উন্নয়নে ভূমিকা রাখাই তাঁর রাজনৈতিক জীবনের অন্যতম লক্ষ্য। একরামুল হক মিলনের রাজনৈতিক পথচলা শুরু হয় তরুণ বয়সে।

১৯৯৬ সালে তিনি কোটিএম হাই শহীদ জিয়া স্মৃতি সংসদের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তী সময়ে যুবদলের সভাপতি, চরপার্বতী ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এবং কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্যসহ বিভিন্ন সাংগঠনিক দায়িত্বে যুক্ত ছিলেন বলে তিনি জানান।

দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে নানা প্রতিকূলতা, মামলা ও (২য় পৃষ্ঠার শেষাংশ)

জনসেবার অভিজ্ঞতা, সামাজিক কর্মকাণ্ড ও উন্নয়নের পরিকল্পনা নিয়ে ইউপি সদস্য পদে প্রার্থী হওয়ার ঘোষণা

৬নং রামপুরের ৭নং ওয়ার্ডকে আধুনিক ও মাদকমুক্ত করতে চান পল্লী চিকিৎসক মাইন উদ্দিন



নবজ্যোতি রিপোর্ট ডেস্ক:

নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার ৬ নং রামপুর ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডকে একটি আধুনিক, উন্নত ও মিডিয়াম ওয়ার্ড হিসেবে গড়ে তোলার প্রত্যাশা নিয়ে আসন্ন ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে নবসংঘ (বেঞ্চার) পদে প্রার্থী হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন পল্লী চিকিৎসক মাইন উদ্দিন।

বঁইচিদিয়া বন্দে চিকিৎসাসেবা, ব্যবসায়ী সংগঠন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, মসজিদ ও বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকে তিনি এলাকার মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা করছেন বলে জানিয়েছেন। নির্বাচিত হলে এলাকার অবকাঠামোগত উন্নয়ন, মাদক ও অপরাধ নিয়ন্ত্রণ এবং সরকারি বরাদ্দের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম গ্রহণের প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন তিনি।

১৯৭৯ সালে নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার ৬ নং রামপুর ইউনিয়নে জন্মগ্রহণ করেন মাইন উদ্দিন। তাঁর পিতা মরহুম হাবিবুল হক এবং মাতা মরিয়ম বেগম। বাড়িঈদিয়ে তিনি তিন ছেলে ও এক মেয়ের জনক। পেশাগতভাবে পল্লী চিকিৎসার সঙ্গে যুক্ত থাকার পাশাপাশি বিভিন্ন অর্থসামাজিক ও জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে তাঁর সম্পৃক্ততা রয়েছে।

মাইন উদ্দিনের আশা অনুযায়ী, তিনি নীতিদিন ধরে এলাকার বিভিন্ন সামাজিক, ধর্মীয়, শিক্ষাবিষয়ক ও ব্যবসায়ী সংগঠনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে আসছেন। তিনি বাজারী বাজার ব্যবসায়ী জনাব সমিতির নির্বাচিত পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এ ছাড়া ব্যবসার বাজার ব্যবসায়ী কমিটির সেক্রেটারি এবং কোম্পানীগঞ্জ ডায়ার ও টাইল ব্যবসায়ী সমিতির পরিচালক হিসেবেও দায়িত্বে ছিলেন।

ব্যক্তিগত বাজার ব্যবসায়ী সমবায় সমিতির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতাও রয়েছে তাঁর। পরীক্ষা ও শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পৃক্ততার অংশ হিসেবে তিনি সাকলা উন্নয়ন রাজনিয়া মাদরাসার সেক্রেটারি ছিলেন এবং বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটির উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। দক্ষিণ রামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সভাপতি হিসেবেও তিনি দায়িত্বে রয়েছেন।

এ ছাড়া নিজ এলাকায় মসজিদ কমিটির সভাপতি এবং চান মিয়া আরে মসজিদের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন তিনি। ৭ নং ওয়ার্ডের সরকারি কমিউনিটি ক্লিনিক ও রাশপাতাগের পরিচালনা কমিটির সদস্য হিসেবেও সম্পৃক্ত রয়েছেন মাইন উদ্দিন।

এসব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে এলাকার মানুষের সমস্যা চিহ্নিত করা, সামাজিক সম্প্রীতি বজায় রাখা এবং জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে তৃণিকা রাখতে চান বলে জানান তিনি।

ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অভিজ্ঞতা রয়েছে মাইন উদ্দিনের। ২০১৬ সালে তিনি রামপুর ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডে ইউপি সদস্য পদে নির্বাচনে অংশ নেন। তাঁর মতে, এই নির্বাচনে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক ভোট পেলেও অফিস ও আত্মীয়ের কারণে তিনি বিজয়ী হতে পারেননি। এ বিষয়ে তিনি অত্যন্তসীদা আওয়ামী লীগ সেকালের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন।

মাইন উদ্দিন জানান, এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে তাঁর প্রায় সাত লাখ টাকা ব্যয় হয়েছিল। নির্বাচনী অভিজ্ঞতা থেকে এলাকার মানুষের প্রত্যাশা ও সমস্যাগুলো সম্পর্কে তাঁর ধারণা তৈরি হয়েছে বলে মনে করেন তিনি। সেই অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে এলাকার জনগণের সমর্থন নিয়ে নির্বাচনে অংশ নিতে চান। (২য় পৃষ্ঠার শেষাংশ)

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোঃ আল এমরান, ফেদি প্রিন্টিং প্রেস, মাইজদী, নোয়াখালী থেকে মুদ্রিত। বসুরহাট কোম্পানীগঞ্জ, নোয়াখালী থেকে প্রকাশিত। প্রধান কার্যালয় : মাহবুব ম্যানশন চরপার্বতী, কোম্পানীগঞ্জ, নোয়াখালী। বার্তা কার্যালয় : হাজারী টাওয়ার, বসুরহাট, কোম্পানীগঞ্জ, নোয়াখালী। মোবাইল : ০১৮১০-৬২০৬৫০, ০১৮৪৭-২০৬৪৩৫। E-mail : novojoti4@gmail.com